হাজার কণ্ঠে সম্মেলক রবীন্দ্রসঙ্গীত : এক স্বপ্নের রূপায়ণ

লেখিকা: অরুন্ধতী দেব
EMAIL: muktadharaa@gmail.com

ইউরোপ ভ্রমণকালে, সেখানে সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতির এক মহাসম্মিলনের রূপ রবীন্দ্রনাথের মনে সম্ভ্রম জাগিয়েছিল। ইতালি এবং ইংলন্ডে দেখেছিলেন হাজার হাজার কলাকুশলীর সমবেত সঙ্গীতানুষ্ঠান – সে দেশের প্রসিদ্ধ কোন সঙ্গীতস্রষ্টার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি। সেই সহস্রসংখ্যক কণ্ঠ ও যন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতের মূর্ছনা তাঁর মনে গাঁথা ছিল আমৃত্যু। প্রসঙ্গত প্রায়শই সেই ঘটনাস্মৃতির পুনরুক্তি করতেন খুব ঘনিষ্ঠ মহলে, সঙ্গে হয়তো মিশে থাকত এক দুরাকাংক্ষার ছবি, যা দেখে যাবার আশা কখনো মুখ ফুটে প্রকাশ করেননি।

গীতবিতান প্রকাশনার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সেই অনুচ্চারিত বাসনাকে পূর্ণ করবার ইচ্ছে ছিল। আজ জাতির গান বলে বাঙ্গালীর যদি কিছু থাকে, সে তো তাঁরই গান। সেই গানের মধ্যে দিয়ে আমাদের সম্মিলিত রূপ প্রকাশিত হোক তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে – এই রকম একটা আকাংক্ষা নিয়ে শুরু করি 'হাজার কণ্ঠে সম্মেলক রবীন্দ্রসঙ্গীত'-এর পরিকল্পনা।

পৃথিবীর সাংগীতিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমতুল্য আর কিছু নেই। তবু সেই স্বীকৃতি এই গান আজও পায়নি, সে কি অনেকটা বাঙ্গালীর ঔদাসীন্যে? 'হাজার কণ্ঠে সম্মেলক রবীন্দ্রসঙ্গীত' –এর মধ্যে দিয়ে খুব ছোট করে এই কথাটিও বলতে চেয়েছি। তা ছাড়া বঙ্গসংস্কৃতির এহেন সংকটের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রাণবেগকে এক নতুন মাত্রায় মানুষের

কাছে পৌঁছে দেবার, একটা তাগিদও অনুভব করেছি, যাতে এ গান নতুন করে মানুষকে নাড়া দেয়।

অনুষ্ঠানটিকে সর্বজনীন রূপ দিতে, কলকাতার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে শান্তিনিকেতনকে, বাংলাদেশকে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত সংস্থাকে যুক্ত করার কথা ভাবি। মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান ক্রমশঃ শুধুই কলাবিদ্যা রূপে পর্যবসিত হচ্ছে। মানুষে মানুষে বন্ধন রচনার কাজে এ গানের ভূমিকা আজ কতটুকু? চারপাশের নিত্যনৈমিত্তিক বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের এক সম্মিলিত শ্রদ্ধাঞ্জলি বিশেষ এক সামাজিক তাৎপর্যে বিধৃত হবে এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানকেও নতুন বক্তব্যে উপস্থিত করা হবে – এই রকম একটা ভাবনাও কাজ করেছে।

মফঃস্বলের বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন নিষ্ঠা সহকারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করে আসছে অথচ বঙ্গসংস্কৃতির মূল স্রোতে তাদের তেমন কোন অস্তিত্ব নেই। এই ধরণের কিছু দলকে সুপ্রতিষ্ঠিত দলগুলির পাশাপাশি একই মঞ্চে দাঁড় করিয়ে তাদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাদের দিয়ে একই মানের রবীন্দ্রসঙ্গীত যে পরিবেশন করানো যায়, সে রকম একটা চিন্তাকেও সাকার করতে চেয়েছি।

প্রথম থেকেই জানতাম যে কাজটা দুরূহ হবে নানা কারণে। এক হাজার গায়ক গায়িকা সংগ্রহ করে তাদের সঠিক শিক্ষা দিয়ে সম্মেলক গানের জন্যে তৈরী করা সহজ নয়। এই ধরণের অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করবার মত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো আমাদের এখানে নেই এবং এই মাপের অনুষ্ঠানের যথাযথ উপস্থাপনের জন্যে প্রয়োজন বিপুল অর্থ। তবু সাহস করে কাজ শুরু করলাম।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষাজগতের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে আশাতীত উৎসাহ এবং সহযোগিতার আশ্বাস পেলাম। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো থেকেও খুব স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেলাম। বাংলাদেশের রবীন্দ্রগোষ্ঠী ‘ছায়ানট’-ও সানন্দে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজী হলো। সব মিলিয়ে

‘হাজার কণ্ঠ’র মহাযজ্ঞের সূচনা ভালই হলো, যদিও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি কোথাও থেকে পাওয়া গেল না। হাজার কণ্ঠের ‘হট্টগোল’-এ কোন corporate house-ই sponsor হিসেবে সামিল হতে চাইলেন না। কেউ বা এগোলেন না কোন প্রখ্যাত শিল্পীর একক সঙ্গীত পরিবেশন নেই বলে, আবার কেউ বললেন রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়। তবু আমাদের প্রস্তুতি শুরু হলো।

জনসাধারণের মঞ্চে এত বড় মাপের অনুষ্ঠান নিবেদন করতে গেলে প্রয়োজন হয় একটা প্রতিষ্ঠানের। এভাবেই জন্ম হলো ‘মুক্তধারা’র – যাদের অঙ্গীকার হলো রবীন্দ্রনাথের গান নিয়েই কাজ করার। এরপর ভাষ্য তৈরী হলো, ‘বিশ্বমনাঃ রবীন্দ্রনাথ’; মনে হলো, সাম্প্রতিককালে পৃথিবীব্যাপী হিংসার উন্মত্ততার পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুষ্ঠানের জন্যে সব থেকে উপযুক্ত বিষয়বস্তু হবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনা। তারপর গান নির্বাচন করলাম এবং শুরু হলো বিভিন্ন সংস্থায় গান শেখানোর পালা। ২২ টা গানের music track-ও রেকর্ড করা হলো, প্রত্যূষ বন্দোপাধ্যায়ের পরিচালনায়, এবং ধীরে ধীরে সেই track-এর সঙ্গে মহড়া শুরু হলো। এর পর একটা বড় কাজ হলো বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সেখানকার দলগুলোর মহড়ায় উপস্থিত থেকে তাদের উৎসাহ প্রদান করা।

নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম তো দূরস্থান, কোন সাধারণ মঞ্চেই অনুষ্ঠান করার বা করানোর কোন ধারণাই আমার ছিল না। শুধু সম্বল ছিল নিজেদের বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঘরোয়া আসর উপস্থাপনের একান্ত ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা। সেই সঙ্গে যা সম্বল ছিল, তা হলো দীর্ঘদিন ধরে লালিত এক স্বপ্ন, এক অটল বিশ্বাস এবং এক দৃঢ় সংকল্প। ভারতবর্ষের কোন প্রান্তেই কোন সঙ্গীতস্রষ্টার গান সহস্র কণ্ঠে সমবেতস্বরে কখনো গীত হয়নি। আমাদের বিশ্বাস ছিল, আমরা রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে ইতিহাস গড়ব।

আশপাশ থেকে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে নানা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ভেসে এসেছিল, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল স্থির। অবশেষে ৩৪টি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের অকুণ্ঠ

সহযোগিতা ও ৫/৬ মাসের টানা নিবিড় মহড়ার পরে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকুল্যে, ১৮-ই মার্চ ২০০৭-এ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানটির সুচারু উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যভেদ হলো।

এই অনুষ্ঠানের কিছু স্মৃতি তুলে ধরা হলো এখানে।

নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে মহা আয়োজন

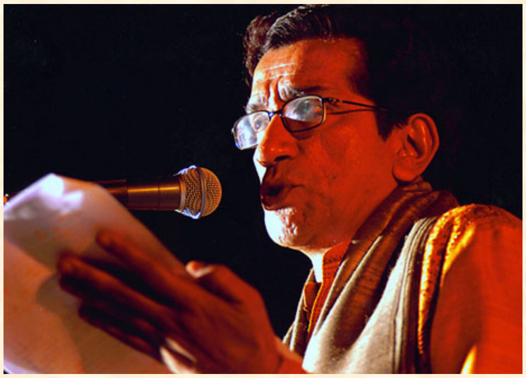

ভাষ্যপাঠে সব্যসাচী

আহ্বানে শ্রীকান্ত

উপস্থাপনায় মুক্তধারা